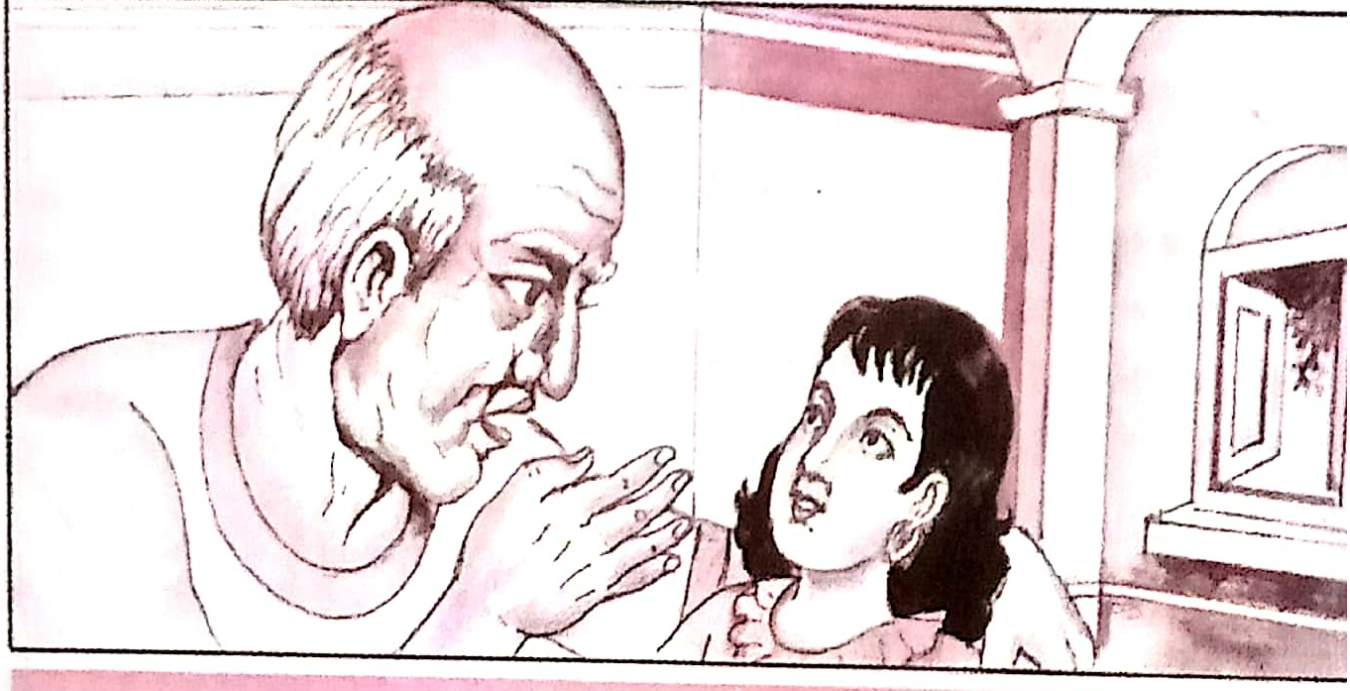

❋ মুনশি ❋

---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

■ **লেখক-পরিচিতি ঃ** কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭মে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদাদেবী। তাঁর বিবাহ হয় মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এক খ্যাতিমান পুরুষ। বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু বাড়িতে তিনি নিয়মিত সাহিত্য, ইতিহাস,

বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেন। মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর কবিতা লেখার সূত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন--- উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প, কবিতা প্রবন্ধ ছাড়াও চিত্রকল্প, সঙ্গীত, নৃত্য বিষয়েও তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর রচিত কাব্য--- সোনারতরী, মানসী, শিশু, শিশু ভোলানাথ, ক্ষণিকা, খেয়া ; উপন্যাস--- গোরা, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা ; নাটক--- ডাকঘর, রক্তকরবী, বিসর্জন ; ছোটোগল্প--- গল্পগুচ্ছ ইত্যাদি অজস্র রচনা বাংলা সাহিত্যের সনদ। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে গীতাঞ্জলী কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইট উপাধি জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যেটি পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই মহাপুরুষের ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট তিরোধান হয়।

■ **পাঠ প্রস্তাবনা ঃ** লেখক 'মুনশি' গল্পে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে অত্যন্ত কঠিন তত্ত্ব কথা ও মুনশির চরিত্র প্রকাশ করেছেন। মুনশি নিজের সম্বন্ধে যা ভাবেন সেটাই সত্যি। অন্যরা তার মিথ্যে প্রশংসা করলেও তিনি গর্বিত হন। সতু ঘরের দরজা বন্ধ করে চোখ বুজে কল্পনার যুদ্ধ জেতে। কিন্তু বাস্তবে সে ক্লাসে অপদস্ত হয়, বন্ধুরা তার জিনিস কেড়ে নেয়। কিন্তু মনে মনে মুনশির মতোই সে প্রতিদিন জিতে যায়।

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন সবুর করতে হবে।

Scanned with CamScanner

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথ্যে কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন স্কুল-পালানো ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েসি তা বলা শক্ত।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন?

হাঁ, যেমন পাগল আমি।

তুমি আবার পাগল? কী যে বল তার ঠিক নেই!

তার পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তার আশ্চর্য মিল।

কীরকম শুনি।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয়। আমিও তাই বলি।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা। কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে।

দেখ দিদি, সত্য কখনও সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধে সে না খাটে। বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয়। তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন। অধিকাংশ লোক নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে করে আরাম বোধ করে। দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই। মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট করে বল না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফারসি পড়াতেন। কাঠামোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি। হাড় ক-খানার ওপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোম-জামার মতো। দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না, তাঁর ক্ষমতা কত। না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনও জেতে কখনও হারে। কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুমোর তাতে তিনি কখনও কারোর কাছে হটেননি। তাঁর বিদ্যেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কমতি, সেটার নজির বাইরে থাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে। যদি হত, ফারসি-পড়া-বিদ্যে তাহলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে। কিন্তু, ফারসির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিদ্যে। কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে। অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চেঁচানি কিংবা কাঁদুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে করে। আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু। তিনি কপাল চাপড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার রুটি মারলেন দেখছি। বিষ্ণুর এই হতাশ ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ দুঃখিত হতেন না—একটু মুচকে হাসতেন মাত্র। সবাই বলত, মুনশিজি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই নিজের ট্যাঁকে গুঁজতেন। এই তো গেল গান।

Scanned with CamScanner

■ **শব্দার্থ ঃ সবুর**—অপেক্ষা। **আন্দাজ**—অনুমান। **পালোয়ান**—কুস্তিগির। **খোশনাম**—প্রশংসা। **জাঁক**—অহংকার। **মঞ্জুর**—অনুমতি পাওয়া। **মুখচোরা**—লাজুক।

Scanned with CamScanner